হরপ্পা সভ্যতা-২
ড.ত্রিদিবসন্তপা কুণ্ডু

একক শিরোনামঃ

প্রাক্ ও আদি হরপ্পা সভ্যতাঃ বালুচিস্তান থাকে হরিয়ানা

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ বালুচিস্তান

১.৩.১ মেহেরগড়

১.৩.২ রানা ঘুন্ডাই

১.৩.৩ অন্যান্য কেন্দ্রসমূহ

১.৪ কোহিস্তান, গোমাল উপত্যকা,বান্নু

১.৫ সিন্ধু সমতল

১.৬ প্রাচীন সরস্বতীর বৃত্ত

১.৭ আরাবল্লী

১.৮ গুজরাট

১.৯ বিষয়সংক্ষেপ

১.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.১১ নির্বাচিত পাঠ্যতালিকা

১.১ উদ্দেশ্য

এই পাঠ এককটির উদ্দেশ্য হল প্রাক্ হরপ্পা ও আদি হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া। হরপ্পা সভ্যতার উদ্ভবের পটভূমিকাটি বুঝতে হলে এই পর্যায়টি সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১.২ ভূমিকা

বিংশ শতকের বিশের দশকে হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এক অত্যন্ত প্রাচীন এবং উন্নত সভ্যতার নিদর্শণ আবিষ্কৃত হয়। এই সভ্যতার পরিণত রূপ প্রথম থেকেই প্রত্নতত্ত্ববিদদের ভাবিয়ে তুলেছে। এই সভ্যতার কখন এবং কোথা থেকে সূচনা হয় সে নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। মার্শাল যথার্থ ভাবেই অনুমান করেছিলেন যে এই সভ্যতার একটি বিরাট পূর্ব বৃত্তান্ত আছে। তাঁর সেই অনুমানকে আরও জোরদার করে ননীগোপাল মজুমদারের সিন্ধুপ্রদেশের আম্রিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। তিনি ঐ অঞ্চলে এমন কতকগুলি প্রত্নবস্তু উদ্ধার করেন যা থেকে অনুমান করা যায় যে হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদারোর চেয়েও প্রাচীন তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল। পরে স্যার মার্টিমার হুইলার হরপ্পার একটি বিশেষ স্থানে (যাকে AB ঢিপি বলা হয়) এমন কতকগুলি মৃৎপাত্র পেলেন যার ভিত্তিতে প্রাক্-হরপ্পা যুগের সভ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারত ও পাকিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রাক্-হরপ্পা যুগের বহু নিদর্শণ আবিষ্কার করেছেন যা উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে হরপ্পা সভ্যতার মতো একটি অত্যন্ত উন্নত নগরাশ্রয়ী সভ্যতা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। এই সভ্যতার আগমনের পটভূমিকা রচনা করে বলুচিস্তান থেকে গুজরাট এবং হরিয়ানা-পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত তাম্র-প্রস্তর যুগীয় এক গ্রামীন সভ্যতা।

১.৩ বালুচিস্তান

কীর্থার ও সুলেমান পর্বতমালা বালুচিস্তানকে সিন্ধু উপত্যকা থেকে পৃথক করেছে। ঐ দুই পর্বতমালা মধ্যবর্তী অঞ্চল বোলান নদীর উপত্যকা, যা বোলান গিরিবর্ত্ম নামে খ্যাত। ওই অঞ্চলেই প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতা পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে মেহেরগড়ে যেখানে এই উপমহাদেশের প্রাচীনতম গ্রামীন সভ্যতার নিদর্শণ পাওয়া গেছে।

১.৩.১ মেহেরগড়

মেহেরগড় কেন্দ্রটি বোলান নদীর পাড়ে অবস্থিত। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক ফ্রাঁসোয়া জারিজ এই প্রত্নস্থলটি উৎখননে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।মেহেরগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক বসতি বহু হাজার বছর ধরে ছিল।

মেহেরগড়ের প্রাচীনতম পর্বের কাল নির্দিষ্ট হয়েছ ৭০০০-৫৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই পর্বে পাওয়া গেছে একাধিক কক্ষবিশিষ্ট রোদে শুকনো কাঁচা ইঁটের তৈরি বাড়ি এবং ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসের ধ্বংসাবশেষ। পাওয়া গেছে বেশ কয়েকটি সমাধিক্ষেত্র। এই পর্বের একেবারে শেষের দিকে খারাপভাবে পোড়ানো কিছু মৃৎপাত্রের টুকরো পাওয়া গেলেও সাধারণভাবে এই পর্যায়ে মৃৎপাত্রের ব্যবহার ছিল না। মেহেরগড়ের মানুষ এই পর্বে যব ও গম চাষ করত তার চিহ্ন পাওয়া গেছে। এছাড়া কুল ও খেজুরের চিহ্ন আছে। জন্তুজানোয়ারের হাড়ের বেশির ভাগই বুনো জীবজন্তুর, যেমন কয়েক ধরনের হরিণ, হাতি, নীলগাই, বুনো ভেড়া ও ছাগল এবং গরু। পালিত জন্তুর তালিকায় গরু, ভেড়া ও ছাগল। মোষের হাড়ও পাওয়া গেছে। তবে তা গৃহপালিত না বুনো তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। খুব সম্ভবতঃ কুকুর ও পোষ মানানো অবস্থায় ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়টির সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পঞ্চম সহস্রাব্দের শেষ পর্যন্ত। এই পর্যায়ে বাড়িঘর প্রায় একই রকম ছিল। তবে এই পর্যায়ে শস্যাগারের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছে। এই পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল একটি কাস্তে। পাওয়া গেছে স্টিয়েটাইট পাথরের পুঁতি তৈরি করার একটি জায়গা, সামুদ্রিক ঝিনুক ও ঝিনুকনির্মিত পুঁতি, দুধরণের চাষ করা গম ও যব, লাল মৃৎপাত্র, কাঁচা মাটির দুটি মানবমূর্তি ইত্যাদি।
তৃতীয় পর্যায়টির সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম সহস্রাব্দের শেষ থেকে চতুর্থ সহস্রাব্দের গোড়া পর্যন্ত। এই পর্যায়ে পাওয়া গেছে হলদেটে আর লাল রঙের, কালো জ্যামিতিক নক্সাবিশিষ্ট মৃৎপাত্র, কুমোরের ভাটার নিদর্শণ, পোড়ামাটির তামা গলানোর পাত্র, বিভিন্ন ধরণের পুঁতি ইত্যাদি।

চতুর্থ পর্যায়টির সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মাঝামাঝি এবং তার কিছু পর পর্যন্ত। এই পর্যায়ে বাড়িঘরগুলির আয়তন বড় এবং বিভিন্ন ধরণের মৃৎপাত্রের ব্যবহার আরও ব্যাপক। পঞ্চম পর্যায়টির সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের শেষভাগ এবং ষষ্ঠ পর্যায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের পর। সপ্তম পর্যায়ে বড় স্থাপত্যের নিদর্শণ পেলে।

১.৩.২ রানা ঘুন্ডাই

মেহেরগড়ের মতো এত প্রাচীন নিদর্শণ বালুচিস্তানের অন্য অঞ্চল থেকে এখনো পাওয়া যায়নি। তবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ সহস্রাব্দের মাঝামাঝি থেকে অন্য অঞ্চলগুলিতেও যে গ্রাম গড়ে উঠছিল তার যথেষ্ট প্রমান মেলে। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে উত্তরপূর্ব বালুচিস্তানের ঝোব উপত্যকায় অবস্থিত রানা ঘুন্ডাই কেন্দ্রটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর একেবারে নীচের স্তরে পাওয়া গেছে গৃহপালিত গরু/ষাঁড়, ভেড়া, ছাগল ও ঘোড়া, একটি শিশুর

কঙ্কালের টুকরো, কিছু মাইক্রোলিথ জাতীয় হাতিয়ার। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাওয়া গেছে সুন্দর একধরণের মৃৎপাত্র যার উপর জ্যামিতিক চিত্ররেখা যার সঙ্গে পারস্যে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সেসময় বালুচিস্তানের ঐ অঞ্চলের সঙ্গে পারস্যে ভাল যোগাযোগ ছিল।

১.৩.৩ অন্যান্য কেন্দ্রসমূহ

বালুচিস্তানের অন্যত্রও প্রাক্-হরপ্পা পর্যায়ের নিদর্শণ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কোয়েটা উপত্যকায় অবস্থিত কিলে-গুল-মোহাম্মদ ও দাম্ব-সাদাত, কালাত উপত্যকায় আন্জিরা ও সিয়া দাম্ব এবং দক্ষিণ বালুচিস্তানে অবস্থিত কুল্লি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১.৪ কোহিস্তান, গোমাল উপত্যকা,বান্নু

বালুচিস্তানের পূর্ব দিকে সিন্ধু সমতলে ঢোকার আগে প্রথমে কোহিস্তান, ওপরদিকে গোমাল উপত্যকা এবং তারও ওপরে বান্নু অঞ্চল। এখানে যে প্রাগৈতিহাসিক গ্রামীণ সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র তাকে আম্রি সংস্কৃতি বলা হয় যার সূচনা খুব সম্ভবতঃ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মাঝামাঝি । আম্রি নামক কেন্দ্রটি সিন্ধু উপত্যকার প্রান্ত ঘেঁষে। এখানে এক বিশেষ ধরনের দুরঙের মৃৎপাত্র পাওয়া যায় যার উপর জ্যামিতিক এবং জন্তু জানোয়ারের ছবি দেখা যায়। একেবারে প্রথম থেকেই কাঁচা ইটের বাড়ি দেখা যায়। আম্রি সংস্কৃতির কেন্দ্র গাজি শা-তে ছিদ্রযুক্ত পোড়ামাটির চাকতি, ষাঁড়ের পোড়ামাটির ছোট মূর্তি,হাড়ের সুঁচ,চার্ট পাথরের হাতিয়ার, বিভিন্ন ধরণের পুঁতি ইত্যাদি পাওয়া গেছে।

গোমাল উপত্যকায় গুমলা ও রহমান ধেরি-তে খননকার্য হয়েছে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে। ঐ দুই স্থানে যে ধরণের মৃৎপাত্র ও পোড়ামাটির মূর্তি

পাওয়া গেছে সেগুলি কোট ডিজি সংস্কৃতির পরিচায়ক। বান্নুতে কোট ডিজি সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কেন্দ্র লেওয়ান ও তারাকাই কিলা। লেওয়ানে পাথরের হাতিয়ার এবং অন্যান্য জিনিস তৈরি হত বাণিজ্যের জন্য। তারাকাই কিলা-তে গম, যব, মুসুর ও মটর ডাল পাওয়া গেছে যার থেকে চাষবাসের প্রকৃতি বোঝা যায়।

১.৫ সিন্ধু সমতল

সিন্ধু উপত্যকায় যে কেন্দ্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল কোট ডিজি, জলিলপুর হরপ্পা এবং সরাইখোলা। কোট ডিজি কেন্দ্রটি দুটি অংশে বিভক্ত- একটি দুর্গ-সদৃশ উঁচু জায়গা আর তার নীচে সাধারণ বসতি। এই কেন্দ্রটির উপরের স্তরে যেমন হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যায় তেমনি তার নীচের স্তরে আগের যুগের নিদর্শণ মেলে কোট ডিজি সংস্কৃতি নামে পরিচিত। এই সংস্কৃতি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মাঝামাঝি থেকে তৃতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত। কেন্দ্রটিতে দুর্গের নিদর্শণ স্পষ্ট, বাড়িঘরের নিদর্শণ ও পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে এক বিশেষ ধরণের মৃৎপাত্র। মৃৎপাত্রগুলি সাধারণত গোল হাঁড়ির মতো। এছাড়াও আর এক ধরণের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যেগুলিকে পা-ওয়ালা ডিশ (Dish-on-stand) বলা যেতে পারে। মৃৎপাত্রগুলিতে উপর লাল রঙের উপর কালো রঙের জ্যামিতিক নক্সা দেখা যায়। এছাড়াও পাওয়া গেছে ঝিনুক, ঝিনুকের বালা এবং বিভিন্ন ধরণের পুঁতি।কোট ডিজি সংস্কৃতির বিশেষ গুরুত্ব হল এই যে এর পরই হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতা আসে। সেকারণে অনেকে একে প্রাক্ হরপ্পা/সিন্ধু সভ্যতা সংস্কৃতি বলেছেন। আবার অনেকে একে হরপ্পা/সিন্ধু সভ্যতার প্রথম রূপ বলে অভিহিত করেছেন। কোট ডিজি সংস্কৃতি হল প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-হরপ্পা ও হরপ্পা সভ্যতার মাঝের সেই ‘missing link’যাকে ছাড়া হরপ্পা সভ্যতার উদ্ভবকে বোঝা শক্ত।

জলিলপুর কেন্দ্রটি পাঞ্জাবে মুলতানের কাছে রাভি নদীর উপত্যকায়। এখানে দুটি পর্যায়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় পর্যায়টি কোট ডিজি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত এবং প্রথমটি তার আগের। এখানে লাল রঙের হাতে গড়া মৃৎপাত্র, সোনার পুঁতি, পোড়ামাটির পুঁতি, চার্ট পাথরের ব্লেড, অজস্র ভেড়া-ছাগল ও হরিণের হাড় পাওয়া গেছে।

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে রাভি নদীর একটি শুকনো খাতের উপর অবস্থিত হরপ্পা প্রত্নক্ষেত্রটি হরপ্পা/সিন্ধু সভ্যতার একটি বৃহৎ কেন্দ্র হিসাবেই বেশী পরিচিত। তবে খনন কার্যের ফলে এখানে সিন্ধু সভ্যতার পূর্ববর্তী সংস্কৃতির সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। এছাড়াও পাঞ্জাবে রাওয়ালপিণ্ডির কাছে সরাইখোলা কেন্দ্রটিতেও প্রাক্-হরপ্পা পর্যায়ের নিদর্শণ পাওয়া গেছে।

১.৬ প্রাচীন সরস্বতীর বৃত্ত

প্রাচীন সরস্বতী নদীর একটি প্রবাহ পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে একসময় সিন্ধু নদীতে মিলিত হত এবং দুই নদীর মিলিত প্রবাহ কচ্ছের রান্-র কাছে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হত। কালক্রমে সরস্বতী নদীর প্রবাহটি শুকিয়ে যায় এবং চোলিস্তান মরুভূমিতে হারিয়ে যায়। রাজস্তানে এই নদীর খাতটিকে বলা হয় 'ঘগ্গর' আর পাকিস্তানের চোলিস্তানে এর নাম 'হাক্রা'। প্রত্নতাত্ত্বিকরা একে 'ঘগ্ঘর-হাক্রা' প্রবাহ বলে অভিহিত করেছেন। সরস্বতী নদীর একটি বড় উপনদীও ছিল যার নাম দৃষদ্বতী। এই নদীর প্রবাহ ধরে অনুসন্ধানের ফলে এক প্রাচীন জনবসতির নিদর্শণ আবিষ্কৃত হয়েছে যার প্রথম পর্যায়কে 'হাক্রা মৃৎপাত্রের পর্যায়' বলা হয়ে থাকে। প্রায় ১০০ টি জায়গায় এর নিদর্শন পাওয়া গেছে (চোলিস্তান মরুভূমিতে ৯৯টি এবং রাজস্থানে ১টি)। এর সময়কাল

মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের প্রথমার্ধ। এই বসতির দ্বিতীয় পর্যায়টি সাধারণভাবে কোট ডিজি সংস্কৃতি বলা হয়। এই পর্যায়ের ৪০টি কেন্দ্র লক্ষ করা গেছে। এর পরের পর্যায়টি সিন্ধু সভ্যতার পরিণত রূপ। হাক্‌রা উপত্যতাকায় এই পর্যায়ে ১৭৪ টি কেন্দ্র লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল রাজস্থানের কালিবঙ্গান কেন্দ্রটি যেখানে সিন্ধু সভ্যতার প্রথম, পরিণত ও শেষ রূপ তিনেরই সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। সরস্বতী নদী ধরে আরও কিছুটা উপরে হরিয়ানার হিসার জেলায় বনোয়ালী কেন্দ্রটি। সেখানেও কালিবঙ্গানের মতো সিন্ধু সভ্যতার প্রথম, পরিণত ও শেষ রূপ তিনেরই সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হল হরিয়ানার হিসার জেলার কুনাল।

১.৭ আরাবল্লী

এর পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব রাজস্থানের আরাবল্লী পার্বত্য অঞ্চলে বেশ কিছু প্রাক্‌-হরপ্পা পর্যায়ের জনবসতির নিদর্শণ পাওয়া গেছে যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল জয়পুরের কাছে গণেশ্বর। এখানে প্রচুর তামার জিনিস পাওয়া গেছে। যদিও তামা গলিয়ে তামার জিনিস বানাবার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমান পাওয়া যায়নি। গণশ্বরের মতো কেন্দ্র রাজস্থানের এই অঞ্চল জুড়ে ৮০টিত বেশী পাওয়া গেছে। যদিও সেগুলি এখনও খোঁড়া হয়নি।

১.৮ গুজরাট

গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলেও প্রাক্‌-হরপ্পা পর্যায়ের জনবসতির নিদর্শণ পাওয়া গেছে যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ধোলাবিরা। ধোলাবিরায় খননকার্যের ফলে ৭টি পর্যায়ের জনবসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে চতুর্থ পর্যায় থেকে পরিণত সিন্ধু সভ্যতা শুরু হয়েছে। তার আগের পর্যায়গুলি প্রাক্‌-হরপ্পা/ সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শণ বহন করে। ধোলাবিরা ছাড়াও গুজরাটের অন্যত্রও প্রাক্‌-হরপ্পা পর্যায়ের জনবসতির নিদর্শণ পাওয়া গেছে যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সৌরাষ্ট্রের পাদরি এবং উত্তর গুজরাটের মেহ্‌শানা জেলার লোটেশ্বর কেন্দ্রটি।

১.৯ বিষয়সংক্ষেপ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে হরপ্পা/সিন্ধু সভ্যতার আবির্ভাবের আগে ভারতীয় উপমহাদেশের এক বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক গ্রামজীবন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম সহস্রাব্দের সূচনা থেকে যদি এর সূত্রপাত ধরা হয় তবে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের গোড়া পর্যন্ত এর প্রবাহ অব্যাহত ছিল বলেই মনে হয় যা মোটেই অল্পকালের নয়। বালুচিস্তান থেকে সিন্ধু সমতল হয়ে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান পেরিয়ে যা বিস্তৃত হয় গুজরাট উপকূল পর্যন্ত। এই ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল যোগ করলেই আমরা পরিণত হরপ্পা/সিন্ধু সভ্যতার পূর্ণ ভৌগলিক বিস্তৃতি পাই। এই গ্রামীন সভ্যতাই কালক্রমে একটি উন্নত নাগরিক সভ্যতায় উন্নীত হয় যাকে আমরা হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতা বলে থাকি।

১.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.১১ নির্বাচিত পাঠ্যতালিকাঃ

চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, *ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস*, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৯

Allchin, Bridget, *Origins of a Civilization: The Prehistory and Early Archaeology of South Asia*, New York, Viking, 1997.

Allchin, Raymond (ed.), *The Archaeology of Early Historic South Asia: The Emergence of Cities and States*, New York,Cambridge University Press, 1995.

Chakrabarti, D. K, *Indus Civilization Sites in India: New Discoveries*, Mumbai, Marg Publications, 2004.

---------- *The Oxford Companion to Indian Archaeology*, New Delhi, Oxford, 2006.

Gupta, S. P., *The Indus-Sarasvati Civilization — Origins, Problems and Issues*, Delhi, Pratibha Prakashan, 1996

---------- (ed.), *The lost Sarasvati and the Indus Civilisation*, Jodhpur, Kusumanjali Prakashan, 1995.

Lahiri, Nayanjot (ed.), *The Decline and Fall of the Indus Civilisation,Delhi,*Permanent Black, 2000

Lal, B. B. (1998). *India 1947-1997: New Light on the Indus Civilization*, New Delhi, Aryan Books International, 1998

----------, *The Earliest Civilisation of South Asia (Rise, Maturity and Decline)*,New Delhi, Aryan Books International, 1997

Rao, S. R., *Dawn and Devolution of the Indus Civilization*, New Delhi, Aditya Prakashan, 1991.

পাঠ রচয়িতাঃ

ত্রিদিব সন্তপা কুণ্ডু
অধ্যাপক,
বনোয়ারীলাল ভালোটিয়া কলেজ,
আসানসোল